উক্তি পরিবর্তন ১৮

বক্তার বাক্যকে অবিকৃতভাবে উদ্ধৃত করে অথবা অন্য কোন বক্তার বক্তব্যকে নিজের কথায় রূপান্তরিত করে বলাকে উক্তি বলে। উক্তি দুই প্রকার—(১) প্রত্যক্ষ উক্তি ও (২) পরোক্ষ উক্তি।

(১) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** যে বাক্যে বক্তার কথা অবিকল উদ্ধৃত হয় তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে। যেমন ঃ কামাল বলল, "আমি পড়ছি।"

(২) **পরোক্ষ উক্তি ঃ** যে বাক্যে বক্তার উক্তি অন্যের কথায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয় তাকে পরোক্ষ উক্তি বলে। যেমন ঃ কামাল বলল যে, সে পড়ছে।

প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তনের নিয়ম

১। প্রত্যক্ষ উক্তির উদ্ধৃতি চিহ্ন তুলে দিয়ে পরোক্ষ উক্তিতে তার জায়গায় 'সে'—এই সংযোজক অব্যয় বসাতে হয়।

২। প্রত্যক্ষ উক্তিতে যে পুরুষের ক্রিয়া থাকে পরোক্ষ উক্তিতে তা উক্তির ভাব অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

৩। সাধারণত উত্তম ও মধ্যম পুরুষের স্থলে প্রথম পুরুষ হয়।

৪। প্রত্যক্ষ উক্তর সর্বনাম পদ পরোক্ষ উক্তিতে ভাব অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

৫। প্রত্যক্ষ উক্তির সম্বোধন পদ পরোক্ষ উক্তিতে কর্মকারকে রূপান্তরিত হয়।

৬। প্রত্যক্ষ উক্তির অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়া পরোক্ষ উক্তিতে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত হয়।

৭। প্রত্যক্ষ উক্তি বিস্ময়বোধক বাক্য হলে তা পরোক্ষ উক্তিতে ভাবানুযায়ী নির্দেশাত্মক বাক্যে রূপান্তরিত হয়।

৮। প্রত্যক্ষ উক্তির মূল ক্রিয়া সাধু বা চলতি ভাষায় থাকলে, পরোক্ষ উক্তির সম্পূর্ণ বাক্যই সে ভাষায় পরিবর্তিত হবে।

৯। প্রত্যক্ষ উক্তির অদ্য, এখন, আগামীকল্য, গতকল্য, ইতোমধ্যে ইত্যাদি শব্দ পরোক্ষ উক্তিতে যথাক্রমে সেদিন, তখন, পরদিন, পূর্বদিন, তৎপূর্বে ইত্যাদি পদে রূপান্তরিত হয়।

নৈকট্য প্রকাশ দূরত্ববোধক হওয়ার জন্য প্রত্যক্ষ উক্তির বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণ পরোক্ষ উক্তিতে যেভাবে পরিবর্তিত হয় তা এভাবে সাজানো যায় ঃ

প্রত্যক্ষ উক্তিতে	পরোক্ষ উক্তিতে
এখন	তখন
এই	সেই
এটা	সেটা
এখানে	সেখানে
আজ	সেদিন
আগামীকাল, কাল	পরের দিন, পরদিন
গতকাল	পূর্বদিন, এবার, সেবাব
আসা	যাওয়া
গতরাত	পূর্বরাত
এস	যাও
এরূপ	সেরূপ
এখান	সেখান

বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ধারায় প্রথম দিকে প্রত্যক্ষ উক্তি বেশি প্রচলিত ছিল। ইংরেজি গদ্যরীতির প্রভাবে আধুনিক যুগে বাংলা গদ্য পরোক্ষ উক্তির ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর বাক্যে উক্তি পরিবর্তনের নমুনা

নির্দেশাত্মক বাক্য

প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ রুবেল বলল, 'আমি বই পড়ছি।'
পরোক্ষ উক্তি ঃ রুবেল বলল যে সে বই পড়ছে।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ দিনার বলল, 'আমি কিছু বলব না।'
পরোক্ষ উক্তি ঃ দিনার বলল যে সে কিছু বলবে না।

প্রশ্নাত্মক বাক্য

প্রশ্নাত্মক বাক্যে ঘোষক ক্রিয়া 'প্রশ্ন করলেন', 'খোঁজ নিলেন' প্রভৃতি রূপে পরিবর্তিত হয়। প্রয়োজনবোধে সংযোজক অব্যয় 'যে' ব্যবহৃত হবে। তবে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক (?) চিহ্ন দাঁড়ি (।) হবে। কখনও 'কিনা' শব্দ প্রয়োগ করতে হয়। বাক্যটি নির্দেশাত্মকরূপে রূপান্তরিত হবে। যেমন ঃ

প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ ডলার আমাকে বলল, 'তুমি কি বাড়ি যাবে' ?
পরোক্ষ উক্তি ঃ আমি বাড়ি যাব কিনা ডলার আমাকে জিজ্ঞেস করল।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ রানা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি' ?
পরোক্ষ উক্তি ঃ রানা আমার নাম জিজ্ঞেস করল।

অনুজ্ঞাবাচক বাক্য

এতে ঘোষক ক্রিয়াকে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্য শব্দে রূপান্তরিত করতে হয় এভাবে 'অনুরোধ করলেন', 'আদেশ করলেন', 'উপদেশ দিলেন'। এখানে সংযোজক অব্যয় 'যে' ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে 'পরামর্শ', 'প্রস্তাব' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ আমি তাকে বলেছিলাম, 'দয়া করে কিছু বই দিন'।
পরোক্ষ উক্তি ঃ আমি তাকে কিছু বই দিতে অনুরোধ করেছিলাম।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ আমি তাকে বললাম, 'মাফ করুন'।
পরোক্ষ উক্তি ঃ আমাকে মাফ করার জন্য আমি তাঁকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানালাম।

প্রার্থনাবাচক বাক্য

এতে ঘোষক ক্রিয়াটিকে 'প্রার্থনা করলেন', 'ইচ্ছা প্রকাশ করলেন' ইত্যাদি রূপে পরিবর্তিত করে বাক্যকে নির্দেশাত্মক করতে হয়। প্রয়োজনে 'যে' অব্যয় ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন ঃ

প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ সে আমাকে বলল, 'তুমি সুখী হও'।
পরোক্ষ উক্তি ঃ সে প্রার্থনা জানাল যাতে আমি সুখী হই।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ আমার জন্মদিনে তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি দীর্ঘজীবী হও'।
পরোক্ষ উক্তি ঃ আমার জন্মদিনে তিনি শুভেচ্ছা জানালেন যে আমি যেন দীর্ঘজীবী হতে পারি।

বিস্ময়সূচক বাক্য

এ রীতির বাক্যের ঘোষক ক্রিয়াকে বিস্ময়, হর্ষ, প্রার্থনা ইত্যাদি অর্থে পরিবর্তিত করে বাক্যকে নির্দেশাত্মক করতে হয়। যেমন ঃ

প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ রানী বলল, 'সে কি! ঘরে যে চাল বাড়ন্ত' !
পরোক্ষ উক্তি ঃ রানী বিস্ময় প্রকাশ করে জানাল যে ঘরে চাল বাড়ন্ত।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ ছাত্রটি বলল, 'হায় হায়! না পড়ে কী বিপদেই না পড়লাম'।
পরোক্ষ উক্তি ঃ ছাত্রটি ক্ষেদোক্তি করে জানাল সে না পড়ে খুব বিপদে পড়েছে।

নানা প্রকার বাক্যযুক্ত অনুচ্ছেদের পরিবর্তন

প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ শিক্ষক ছাত্রদের প্রতি ক্রোধান্বিত হলেন এবং বললেন, 'এভাবে তোমরা ক্লাসে আবার গোলযোগ করছ কেন ? আমি আগেই তোমাদের বলেছি যে যখন আমি পড়াব তখন তোমরা নীরব থাকবে। ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাও এবং আজ আর ফিরে আসবে না।'

পরোক্ষ উক্তি ঃ শিক্ষক ছাত্রদের প্রতি ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাদের জিজ্ঞেস করলেন সেভাবে তারা ক্লাসে আবার গোলোযোগ করছে কেন। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তিনি তাদের আগেই জানিয়েছেন পড়াবার সময় তিনি ক্লাসে নীরবতা পছন্দ করেন। তিনি ছাত্রদের কক্ষ ত্যাগ করতে আদেশ দিলেন এবং সেদিন পুনরায় ক্লাসে ফিরে আসতে নিষেধ করলেন।

উক্তি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত

প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ রিনি আমাকে বলল, 'আমি তোমাকে চিনি না'।
পরোক্ষ উক্তি ঃ রিনি আমাকে বলল যে সে আমাকে চিনে না।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ শিক্ষক বললেন, 'আগামীকাল আমাদের ছুটি থাকবে'।
পরোক্ষ উক্তি ঃ শিক্ষক বললেন যে পরদিন আমাদের ছুটি থাকবে।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ মিনি আমাকে বলল, 'বাড়ি যাও'।
পরোক্ষ উক্তি ঃ মিনি আমাকে বাড়ি যেতে বলল।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ জাহিদ বলেছিল, 'আমি বাজারে যাচ্ছি'।
পরোক্ষ উক্তি ঃ জাহিদ বলেছিল যে সে বাজারে যাচ্ছে।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ আমি বললাম, 'আজ স্কুলে যাবে ?'
পরোক্ষ উক্তি ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম যে সে সেদিন স্কুলে যাবে কিনা।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ ফাহিমা বলল, 'তোমরা আগামীকাল এসো'।
পরোক্ষ উক্তি ঃ ফাহিমা তাদের পরদিন আসতে বলল।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ বাবু বললেন, 'জমিটি আমার চাই'।
পরোক্ষ উক্তি ঃ বাবু বললেন যে জমিটি তাঁর চাই।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ শিহাব রোকনকে বলল, 'তোমার উন্নতি হোক'।
পরোক্ষ উক্তি ঃ শিহাব রোকনের উন্নতি কামনা করল।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ রাবেয়া বললেন, 'আমার কোন কিছুরই অভাব নেই'।
পরোক্ষ উক্তি ঃ রাবেয়া বললেন যে তাঁর কোন কিছুরই অভাব নেই।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ প্রজাগণ বলল, 'মহারাজ, আপনার জয় হোক।'
পরোক্ষ উক্তি ঃ প্রজাগণ রাজার জয় কামনা করলেন।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ ফটিক বলল, 'এখন আমার ছুটি হয়েছে।'
পরোক্ষ উক্তি ঃ ফটিক বলল যে এখন তার ছুটি হয়েছে।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ ইন্দ্রনাথ বলল, 'শ্রীকান্ত, শিগগির পালা এখান থেকে।'
পরোক্ষ উক্তি ঃ ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে শিগগির সেখান থেকে পালাতে বলল।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ 'হায়, আমার কি হল ?'
পরোক্ষ উক্তি ঃ তিনি তাঁর কি হল বলে আক্ষেপ করলেন।

প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ সে বলল, 'বাহ্ পাখিটি চমৎকার!'
পরোক্ষ উক্তি ঃ সে আনন্দের সঙ্গে বলল যে পাখিটি চমৎকার।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ শিক্ষক বললেন, 'পৃথিবী গোলাকার।'
পরোক্ষ উক্তি ঃ শিক্ষক বললেন যে পৃথিবী গোলাকার।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ প্রধান শিক্ষক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি?'
পরোক্ষ উক্তি ঃ প্রধান শিক্ষক তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করলেন।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ লোকটি বলল, 'তোমার নাম কি?'
পরোক্ষ উক্তি ঃ লোকটা আমার নাম জিজ্ঞেস করল।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ মালিক তাকে বললেন, 'কাল এসো'।
পরোক্ষ উক্তি ঃ মালিক তাকে কাল আসতে বললেন।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ তিনি আমাকে বললেন, 'অনুগ্রহ করে ভিতরে আসুন'।
পরোক্ষ উক্তি ঃ তিনি আমাকে ভিতরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ বক্তা বললেন, 'জগৎ পরিবর্তনশীল'।
পরোক্ষ উক্তি ঃ বক্তা বললেন যে জগৎ পরিবর্তনশীল।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের বললেন, 'তোমরা কি ছুটি চাও?'
পরোক্ষ উক্তি ঃ প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন যে তারা ছুটি চায় কি না।
প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ বললাম, 'রহমত দেশে ফিরে যাও'।
পরোক্ষ উক্তি ঃ বক্তা রহমতকে দেশে ফিরে যেতে বলল।

অনুশীলনী

উক্তি পরিবর্তন কর ঃ

হোসেন বললেন, "সীমার! আমার প্রাণ এখনই বের হবে একটু বিলম্ব কর।"
হামিদ রশীদকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কি এখন চলে যাবি?"
তিনি আমাকে ঢাকা থেকে চলে যেতে বললেন।
ভিখারি বলল, "শীতে আমরা কতই না কষ্ট পাচ্ছি।"
শিক্ষক বললেন, "তোমরা কি ছুটি চাও?"
তিনি বললেন, "দয়া করে ভিতরে আসুন।"
বক্তা বললেন, "মানুষ মরণশীল।"
মেয়েটি বলছিল, "আমার বাবা বাড়ি নেই।"
করিম বলছিল যে, সে বাজারে যাচ্ছে।
কৃষক বলল যে, জমিটি তার চাই।
ভিখারি তাকে বলল, "খোদা তোমার মঙ্গল করুন।"

তিনি আমাকে বললেন, "তুমি এখান থেকে যাও।"
খোকন কবে এল তা তিনি জিজ্ঞেস করলেন।
লক্ষ্মণ বললেন, "হা বিধাতা। তোমার মনে কি এই ছিল?"
আমি তাকে সেই কাজ থেকে বিরত থাকতে বললাম।
প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের সময় মত ক্লাসে আসতে নির্দেশ দিলেন।
খোকা মাকে শুধায় ডেকে, "এলেম আমি কোথা থেকে?"
তিনি পরামর্শ দিলেন আমরা যেন নীরব থাকি।
মালিক তাকে বললেন, "কাল এসো।"
জামান বলল, "আমার আব্বা আজ বাড়ি নেই।"
তোমরা বলেছিলে, "তোমরা পূর্বের দিন মাঠে যাওনি।"
হযরত মুহম্মদ (স) বললেন, "সোরাকা, আজ থেকে তুমি আমার ভাই।"
আব্বা বললেন, "সদা সত্য কথা বলবে।"
আমি তাকে বললাম, "অনুগ্রহপূর্বক আপনার কলমটি আমাকে দিন।"
বাবা আমাদের পরীক্ষার ফল কবে বের হবে তা জানতে চাইলেন।
সীমার বলল, "ভাই অলীদ। তোমার অভিপ্রায় কি?"
শিক্ষক বললেন, "পৃথিবী গোলাকার।"
ভিখারি বলল, "বাবা একটা টাকা দাও।"
খোকা তাদের পরদিন আসতে বলল।
সে বলল যে সে ঢাকা যাবে।